সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৬৭
WEEKLY BOOKLET:467

আল্লাহ ওয়ালাদের

১২টি ঘটনাবলী (পর্ব: ১)

("কাশফুল মাহজুব" থেকে)



দাতা হুযুর এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২
প্রত্যেক পেরেশানীর বিনিময়ে একটি নূর ৯
স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তির একটি কারণ ১৭
একটি নেকী কাজে এসে গেল ১৯

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল্লাহ ওয়ালাদের ১২টি ঘটনাবলী (পর্ব: ১)[১]

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"আল্লাহ ওয়ালাদের ১২টি ঘটনাবলী (পর্ব: ১)"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে তোমার বিশেষ নেককার বান্দাদের ফয়যান দান করে তাঁর মা-বাবা এবং তাঁর পুরো বংশকে জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যা দশবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ পাবে।" **(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১/২৬১, হাদিস: ২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই রিসালাটি মুফতি সৈয়দ গোলাম মঈন উদ্দীন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর "কাশফুল মাহজুব" এর উর্দু অনুবাদ "সাব্বির ব্রাদাস লাহোর" থেকে প্রকাশিত কিতাব থেকে নিয়ে এটির ফার্সি সংস্করণের সাথে তুলনা করে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করে প্রস্তুত করা হয়েছে। **(সাপ্তাহিক রিসালা বিভাগ)**

দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আবু হাসান, সৈয়দ আলী বিন সৈয়দ উসমান হাজবেরী আল মারুফ দাতা গঞ্জে বখশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বেলাদত শরীফ প্রায় ৪০০ হিজরীতে গযনী (আফগানিস্তান) এ হয়েছে, তিনি গযনীর দুইটি মহল্লা জুল্লাব ও হাজবেরীতে বসবাস করেন, এজন্য তাকে হাজবেরী জুল্লাবী বলা হয়।

(ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, পৃ: ৪)

আমার প্রিয় দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বংশধারা সাত প্রজন্মে গিয়ে নবী দৌহিত্র, জান্নাতী যুবকদের সর্দার, হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে গিয়ে সংযুক্ত হয়ে মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে মিলিত হয়েছে। দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা হযরত সৈয়দ উসমান হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সময়কার অনেক বড় আলিমে দ্বীন এবং আবিদ ও সাধনাকারী বুযুর্গ ছিলেন এবং দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা আম্মা দ্বিতীয় নবী দৌহিত্র, ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বংশধর ছিলেন, এইভাবে আমার আক্বা দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নাজিবুত তাঁরফাইন (অর্থাৎ সম্মানিত পিতা ও মাতাঁর দিক দিয়ে) সৈয়দ ছিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার আক্বা দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই নেককার ব্যক্তিত্বদের বরকতের জন্য হাসানী জামাল ও হোসাইনী কামাল উভয়টির সমষ্টি ছিলেন। **(ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ৫ থেকে ৬)**

আমার পীর ও মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানে একটি মানকাবাত লিখেছেন, এর কিছু পঙক্তি হলো:

ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا

کاش! میں رویا کروں عشقِ رسولِ پاک میں سوز دو ایسا مجھے احمد رضا داتا پیا
گو ذلیل وخوار ہوں پاپی ہوں میں بدکار ہوں آپ کا ہوں آپ کا ہوں آپ کا داتا پیا

হো মদীনে কা টিকেট মুঝ কো আতা দাতা পিয়া
আপ কো খাজা পিয়া কা ওয়াস্তা দাতা পিয়া
কাশ! ম্যা রোয়া করুঁ ইশকে রাসূলে পাক মেঁ
সোয দো আয়সা পায়ে আহমদ রেযা দাতা পিয়া

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৫৪৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইলমী মর্যাদা ও যোগ্যতা

আমার আক্বা দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য নিজের শহর থেকে বাহিরে বহির্বিশ্বে সফর করেছেন, শুধুমাত্র খুরাসানে তিনশত মাশায়েখদের খেদমতে হাজিরি দিয়েছেন, কুশাইরিয়ার রিসালার লেখক হযরত সায়্যিদুনা আবুল কাসিম আব্দুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং হযরত আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ বিন আলী গিরগানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ওস্তাদদের অন্তর্ভুক্ত। দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাজা আবুল ফযল মুহাম্মদ বিন জুনাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ ছিলেন। (কাশফুল মাহজুব,পৃ: ২৪, ২৫)

কার্যক্রম ও দ্বীনি খেদমতসমূহ

আল্লাহ পাক তাঁর এই মর্দে কলন্দর, ওলীয়ে কামিল হুযুর দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-কে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ইলমে জাহির ও বাতিন) দিয়ে ভূষিত করেছিলেন এবং তিনি দ্বীনের ইলম প্রচার-প্রসার করে দ্বীনের মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি অনেক কিতবাদি রচনা

করেছেন, যার মধ্যে কয়েকটির নাম হলো: (১): মিনহাজুল আবেদীন (২) দিওয়ান (৩) বাহরুল কুলুব (৪) আর রিয়াআত বা-হুকুল্লাহ (৫) কাশফুল মাহজুব। আফসোস! বর্তমান যুগে তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে কেবল 'কাশফুল মাহজুব' (অর্থাৎ পর্দাবৃত/ গুপ্ত বিষয়াবলী উন্মোচনকারী)-ই সহজে পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক তাঁর এই কিতাবটিকে অপার/ অসীম গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় এই কিতাবটি অনুবাদ হয়েছে এবং হয়তো লক্ষ কিতাব প্রিন্টও হয়েছে। আমার আক্বা দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগের প্রসিদ্ধ কিতাব "কাশফুল মাহজুব" থেকে সংগৃহিত এই রিসালা কিছু বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ এর ঘটনা সম্বলিত। সত্যিই তাঁর কিতাব "কাশফুল মাহজুব" এর নামের পূর্ণ সার্থকতা বহন করে। আল্লাহ পাকের রহমত হযরত দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমার প্রিয় দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনী সম্পর্কে আরও জানতে মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা "ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী (পৃ: ৮০)" পড়ে নিন এবং দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে ফ্রি ডাউনলোড করে অন্যকেও শেয়ার করুন। আল্লাহ পাক! আমাদেরকে তাঁর আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করার এবং তাঁদের অনুসরণ করে চলার তাঁরফিক দান করুক এবং তাঁদের কিতাবাদি ও মলফুযাতের ফয়যান দ্বারা ধন্য করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) ওলীর দোয়ার বরকতে তাকদীর পরিবর্তন হয়ে গেল

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া আত্তারিয়ার ১১তম পীর ও মুর্শিদ হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি বাতুত তাক্ব (একটি এলাকার নাম, এই) বাজারে একজন অগ্নিপূজারী ব্যক্তিকে দেখলাম যে অত্যন্ত সুদর্শন ছিল, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলাম: হে আল্লাহ পাক! একে আমার (অর্থাৎ ইসলামের) দিকে ফিরিয়ে দাও, তুমি তাকে কত সুন্দর করে বানিয়েছো! কিছুক্ষণ পর ওই অমুসলিম আমার কাছে আসল আর আমাকে বলতে লাগল: হে শায়খ! আমাকে কালিমায়ে শাহাদাত পড়িয়ে দিন এবং মুসলমান বানিয়ে বেলায়তের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিন। (কাশফুল মাহজুব, পৃ: ৫৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

একজনে সত্যিই বলেছে:

دُعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

দোয়ায়ে ওলী ম্যা ওহ তাসীর দেখি - বদলতী হাযারোঁ কী তাকদীর দেখি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) আমি আমার গোলামদের গোলামের কাছে কিছু চাই না

কোন এক বাদশাহর সাথে এক দরবেশের সাক্ষাত হলো, বাদশাহ আরজ করল: যদি আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে জানাবেন। তিনি উত্তর দিলেন: আমি আমার গোলামদের গোলামের কাছে চাই না। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করল: কিভাবে? দরবেশ বলল: আমার দুইজন

www.dawateislami.net

গোলাম রয়েছে আর সেই দুইজন হলো তোমার আক্বা। একজন হলো লোভ আরেকজন হলো আকাঙ্ক্ষা। (কাশফুল মাহজুব, পৃ: ২১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! যে ব্যক্তি লোভ ও অহেতুক আকাঙ্ক্ষাকে নিজের গোলাম বানিয়ে নিয়েছে, সে সত্যিকার অর্থে বাদশাহ এবং যে এদের গোলাম হয়ে গিয়েছে, সে সিংহাসনে বসেও ফকির। এই ঘটনার মধ্যে ওই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লোভ ও আকাঙ্ক্ষাকে নিজের গোলাম বলেছেন অর্থাৎ এটা যে আমি আমার নফসকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি, লালসা আর দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার অনুগত হয়ে গেছে, আমি তাদের অনুগত নই অথচ উভয় জিনিস বাদশাহদের আক্বা কেননা তাঁরা রাজত্ব, ক্ষমতা ও দুনিয়ার আরও চাহিদা পূরণ করার লালসা ও আকাঙ্ক্ষার পেছনে পড়ে রয়েছে, মূলত বাদশাহ হলো তাদের গোলাম আর আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم আল্লাহ পাকের দানক্রমে লোভ আর অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে নিরাপদ রয়েছে এজন্য তাদের বাদশাহদের কাছ থেকে কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। (এই ঘটনার আরও প্রমাণ পেতে সামনে হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ঘটনা পড়ুন)

কবি সঠিক বলেছে:

کس چیز کی کمی ہے مولیٰ تری گلی میں　　دنیا تری گلی میں عُقبیٰ تری گلی میں
تختِ سکندری پر وہ تُھوکتے نہیں ہیں　　بستر لگا ہوا ہے جن کا تری گلی میں

কিস সিজ কি কমী হ্যা মাওলা তেরি গলি ম্যা
দুনিয়া তেরি গলি ম্যা উকবা তেরি গলি ম্যা

তাখত সিকান্দরী পর ওহ থুকতে নেহী হ্যা
বিস্তর লাগা হুয়া হ্যা জিন কা তেরি গলি ম্যা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) গালমন্দকারীকে কিছু বললেন না

হযরত শায়খ আবু তাহির হারমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন গাধার উপর আরোহন করে বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন, একজন মুরিদ লাগাম টানার জন্য সাথে ছিলেন। কেউ উচ্চ আওয়াজে তাঁকে গালমন্দ করলেন। মুরিদের ব্যক্তিত্বে লাগল তো সে ওই ব্যক্তিকে দৌড়ায় নিয়ে গেলে পীর ও মুর্শিদ মুরিদকে ডাক দিলেন আর বললেন: যদি তুমি নীরবতা অবলম্বন করো তবে আমি একটি উপদেশ সম্বলিত জিনিস দেখাবো যাতে তুমি এই কঠোরতা থেকে বিরত থাকো। মুরিদ নীরব হয়ে গেল। যখন ঘরে পৌঁছলেন তখন মুরিদকে বললেন: অমুক সিন্দুকটি নিয়ে আসো। সে নিয়ে আসল যেটাতে অনেকগুলো চিঠি ছিল যা অনেক লোকের পক্ষ থেকে হযরত শায়খ আবু তাহির হারমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামে লিখা হয়েছিল। তিনি ওইসব চিঠিগুলো বের করে সামনে রেখে বললেন: পড়ো! কী লিখা আছে? মুরিদ দেখল প্রত্যেকটা চিঠির মধ্যে তাঁর শায়খের উপাধি লিখা রয়েছে। কেউ শায়খুল ইসলাম, কেউ মেধাবী আর কেউ শায়খ যাহিদ (অর্থাৎ দুনিয়া বিমুখ) কেউ শায়খুল হারামাইন ইত্যাদি লিখেছিল। শায়খ আবু তাহির হারমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (বিনয় করে বললেন:) এসবের উপাধির মধ্যে আমার নাম নেই। অথচ আমি কিছু নই প্রত্যেক ব্যক্তিই তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী আমাকে সম্বোধন করেছেন। যদি এই (অর্থাৎ বাজারে গালমন্দকারী) তাঁর চিন্তাধারা অনুযায়ী কোন কিছু বলে দেয় বা কোন মন্দ উপাধি দিয়ে দেয় তাহলে অসন্তুষ্ট হওয়ার বা রাগান্বিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। (কাশফুল মাহজুব, পৃ: ৬১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) নফসের পরীক্ষা নেওয়ার অনন্য ধরন

মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা, হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একদিন খেজুরের বাগান থেকে এই অবস্থায় তাশরিফ আনছিলেন যে, লাকড়ির বোঝা তাঁর মুবারক কাঁধের উপর ছিল অথচ তাঁর চারশত গোলাম ছিল। কেউ আরজ করল: হে আমিরুল মুমিনীন! এটা কী? তিনি বললেন: أُرِيْدُ أَنْ أُجَرِّبَ نَفْسِيْ অর্থাৎ আমি চাইলাম যে আমার নফসের পরীক্ষা নিবো। (কাশফুল মাহজুব, পৃ: ৬২)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অর্থাৎ যদিওবা এই কাজটি আমার গোলামও করতে পারত কিন্তু আমি চাইলাম যে, নিজের নফসের পরীক্ষা নিবো যাতে মানুষের মধ্যে যেই অবস্থান রয়েছে সেটার কারণে এই নফস কোন কাজ থেকে আমাকে যেন দূরে না রাখে।

عُلُوِّ شان کا کیوں کر بیاں ہو آپ کی پیارے حیا کرتی ہے مولیٰ آپ سے مخلوقِ نورانی

উলুওয়ে শান কা কিউঁ কর বয়াঁ হো আপ কি পিয়ারে
হায়া করতী হ্যা মাওলা আপ সে মাখলুকে নূরানী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) প্রত্যেক পেরেশানীর বিনিময়ে একটি করে নূর

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে একটি জীর্ণ পোশাক (গুদড়ি/কাথা) ছিল, যা তিনি নিজের সাথে আসমানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তাঁর সেই জীর্ণ পোশাকের প্রতিটি তালি (অর্থাৎ ছেঁড়া কাপড়ে লাগানো জোড়াসমূহ) থেকে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমি আরজ করলাম: হে হযরত মসীহ عَلَيْهِ السَّلَام আপনার এই জীর্ণ পোশাক থেকে কীভাবে এমন নূর নির্গত হচ্ছে? তিনি বললেন: এগুলো আমার ব্যাকুলতা ও পেরেশানীর নূর। কারণ আমি প্রতিটি তালি অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে সেলাই করেছিলাম। আল্লাহ পাক আমার প্রতিটি দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে আমাকে একটি করে নূর দান করেছেন। (কাশফুল মাহজুব, পৃ: ৪৮)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

مُشکِلوں میں دے صَبر کی توفیق اپنے غم میں فقط گھلا یارب

মুশকিলোঁ ম্যা দেয় সবর কী তাঁওফিক - আপনে গম ম্যা ঘুলা ইয়া রব

(ওয়াসায়িয়ে বখশিশ, পৃ: ৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) নবী করীম ﷺ এর কোলে ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

হযরত সৈয়দ আলী বিন উসমান হাজবেরী আল মারুফ দাতা গঞ্জে বখশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি সিরিয়া দেশে মসজিদে নববী শরীফের মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর নূরানী মাযারের শিয়রে ঘুমিয়েছিলাম, স্বপ্নে

www.dawateislami.net

দেখলাম যে আমি মক্কায়ে পাকে রয়েছি আর হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক বুযুর্গকে শিশুর মতো করে কোলে নিয়ে বাবে শায়বা (মসজিদে হারামের একটি দরজা) দিয়ে প্রবেশ করছেন। আমি তীব্র ভালোবাসাবেগে দৌড়ে গিয়ে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মুবারক চুম্বন করলাম। আমি খুব ব্যাকুল হয়ে ভাবছিলাম এই বুযুর্গ কে? হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতায়) তাঁর মুজিযাপূর্ণ শানে আমার অন্তরের অনুভূতির কথা জানতে পারলেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: 'ইনি তোমার ইমাম (ইমাম আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه)।

এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর আমার প্রিয় দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এই স্বপ্ন থেকে এই বিষয়টি প্রকাশ পায় যে, ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ইজতিহাদ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে নির্ভুল কেননা তিনি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে নিজে যাচ্ছেন না বরং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং নিজে তাঁকে কোলে নিয়ে যাচ্ছিলেন যেহেতু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভুলই হতে পারে না কারণ যে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে তাঁরও কোন ভুল হওয়া সম্ভব না। এটা একটি খুব সুন্দর ইংগিত। (কাশফুল মাহজুব, পৃ: ১০০, ১০১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ہو نائبِ سرورِ دو عالم، امامِ اعظم ابو حنیفہ　　سراجِ اُمّت فقیہِ اَفخَم، امامِ اعظم ابو حنیفہ

হো নায়িবে সারওয়ারে দো আলম, ইমামে আযম আবু হানিফা
সিরাজে উম্মত ফকিহে আফখম, ইমামে আযম আবু হানিফা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৫৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৭) হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রকৃত বাদশাহ

ফযল বিন রবি বলেন আমি খলিফা হারূনুর রশিদের সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায়ে মুকাররমায় উপস্থিত হলাম, হজ্ব শেষ করার পর হারূনুর রশিদ আমাকে বলল: যদি আল্লাহ পাকের আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে কেউ এখানে বিদ্যমান থাকে তাহলে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যাবো, আমি বললাম: কেন নয়! এই জায়গায় হযরত আব্দুর রাজ্জাক সিনআনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আছেন। সে বলল: আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। যখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম তো অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা হলো। বিদায়ের সময় হারূনুর রশিদ আমাকে বলল: তাকে জিজ্ঞেস করো যে তাঁর কোন কর্জ আছে কিনা? সে বলল: হ্যাঁ! কর্জ আছে। হারূনুর রশিদ আমাকে বলল: তাঁর কর্জ পরিশোধ করে দাও। যখন আমরা ওখান থেকে ফিরে আসলাম তখন সে বলল: হে ফযল! আমার দিল অন্য কোন বুযুর্গুর সাথে সাক্ষাত করতে চাইছে। আমি বললাম: এখানে হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও আছেন। সে বলল: তাঁর কাছে নিয়ে চলো। সুতরাং যখন আমরা হাজির হলাম তো অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হলো। বিদায়ের সময় খলিফা আমাকে ইশারা করল যে, আমি যেন তাকে কর্জ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম তো বলল: হ্যাঁ! কর্জ আছে। খলিফা আমাকে হুকুম দিল যে, তাঁর কর্জগুলো পরিশোধ করে দাও, বাহিরে এসে খলিফা আমাকে বলল: হে ফযল! এখনো আমার মন ভরেনি, অন্য কোন বুযুর্গুর সাথে সাক্ষাত করাও। আমি বললাম: আমার মনে পড়েছে এখানে হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও আছেন অতঃপর আমরা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি উপরে এক কোণায় বসে কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত করছিলেন। আমি করাঘাত করলাম!

www.dawateislami.net

ভেতর থেকে আওয়াজ আসল: কে? আমি উত্তর দিলাম: আমিরুল মুমিনীন এসেছেন। তিনি বললেন: আমার সাথে আমিরুল মুমিনীনের এবং আমিরুল মুমিনীনের সাথে আমার কী কাজ? আমাদের কিছু আলাপের পর তিনি নিচে এসে দরজা খুললেন আর চেরাগ জ্বালিয়ে ঘরের এক কোণায় গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসাফাহা (অর্থাৎ সালামের সময় হাত মিলানোর) সময় হারূনুর রশিদের হাত তাঁর হাতের সাথে স্পর্শ (Touch) হলো তো হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আফসোস এরকম নাজুক ও নরম হাত দোযখে জ্বলবে। হায়! এগুলো যদি আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা পেত। হারূনুর রশিদ এটা শুনে কাঁদতে লাগলেন আর এত পরিমাণ ক্রন্দন করলেন যে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। যখন জ্ঞান ফিরে আসল তখন বলতে লাগলেন: হে ফুযাইল! رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে কিছু উপদেশ দিন! তিনি বললেন: হে আমিরুল মুমিনীন! তোমার বাপ (অর্থাৎ হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা ছিলেন। তিনি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আবেদন করলেন যে, আমাকে নিজের গোত্রের আমীর বানিয়ে দিন? হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: হে আমার চাচা! আমি তোমাকে তোমার জানের আমীর বানিয়ে দিলাম কেননা যদি একটি শ্বাস আল্লাহ পাকের নাফরমানীর মধ্যে অতিবাহিত করো তবে সেটা এটা থেকে উত্তম হবে যে লোক হাজারো বছর পর্যন্ত তোমার আনুগত্য করবে কেননা সর্দারি দ্বারা কিয়ামতের দিন শুধুমাত্র নিন্দা আর লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। হারূনুর রশিদ আরজ করল: আরও কিছু উপদেশ দিন! হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যখন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে লোকেরা খলিফা বানাতে চাইল তখন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছুলোককে ডাকলেন আর তাদেরকে বললেন: লোকেরা আমাকে

www.dawateislami.net

বিপদে ফেলে দিয়েছে, আমাকে কী করতে হবে? কেননা আমি সর্দারিকে মুসিবত মনে করি যদিওবা মানুষ এটাকে নেয়ামত মনে করে থাকে। তাদের মধ্যে একজন আরজ করল: হে ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! যদি আপনি চান যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাবেন তবে মুসলমান বৃদ্ধদেরকে আপনার পিতাঁর মত আর যুবকদেরকে আপনার ভাই এবং বাচ্চাদেরকে আপনার নিজের সন্তানের মত মনে করুন এবং তাদের সকলের সাথে তাই আচরণ করুন যা আপনার পরিবার সন্তান-সন্ততি, ভাই, বোন প্রমুখদের সাথে করে থাকেন। কেননা ইসলামী দেশগুলো হলো একটি ঘরের ন্যায় আর তাতে বসবাসকারীরা পরিবার ও পরিজন। এরপর হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হে আমিরুল মুমিনীন! আমার ভয় হচ্ছে যে কখন আপনার এই সুন্দর চেহারা দোযখের আগুনে জ্বলে যায়। খোদার ভয় রাখো এবং তাঁর হকগুলো উত্তমভাবে আদায় করো। এরপর হারূনুর রশিদ আরজ করল: আপনার কি কোন কর্জ আছে? হযরত ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! খোদায়ে পাকের কর্জ আমার কাঁধের উপর রয়েছে আর সেটি হলো তাঁর আনুগত্য, আমি চিন্তিত যে, এর কারণে আমাকে পাকড়াও করা হয় কিনা। হারূনুর রশিদ আরজ করল: কর্জ দ্বারা মানুষের কর্জ বুঝিয়েছি? তিনি বললেন: আল্লাহ পাকের শোকরিয়া ও অনুগ্রহ। তিনি আমাকে কিছু নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন, আমার কোন অভিযোগ নেই যে, মানুষকে বয়ান করব। হারূনুর রশিদ এক হাজার আশরাফির একটি থলে তাঁর সামনে রাখলেন আর আবেদন করলেন: এগুলো আপনার প্রয়োজনে খরচ করবেন। হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হে আমিরুল মুমিনীন! আমার এতগুলো উপদেশ তোমার উপর কোন প্রভাব ফেলল না আর এখনো পর্যন্ত জুলুম আর হঠকারিতাঁর উপর অটল রয়েছো? হারূনুর রশিদ

বলল: আমি আপনার উপর কী জুলুম আর হঠকারিতা প্রদর্শন করেছি? বললেন: আমি তোমাকে মুক্তি (অর্থাৎ আখিরাতের রাস্তার) দিকে আহবান করছি আর তুমি আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছো। এটা কি জুলুম ও হঠকারিতা নয়? এটা শুনে হারূনুর রশিদ ও ফযল বিন রবি উভয়ে কাঁদতে লাগলেন আর কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে গেলেন। এরপর হারূনুর রশি আমাকে বলল: হে ফযল বিন রবি! হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন প্রকৃত বাদশাহ আর এসবকিছু (তাঁর উপদেশের কারণে আবেগ সৃষ্টি হওয়া এবং দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা) তাঁরই প্রভাব-প্রতিপত্তি ও গাম্ভীর্যের প্রমাণ যা দুনিয়া ও আখিরাতের ঘরে তাঁর অর্জিত রয়েছে, দুনিয়ার সমস্ত সৌন্দর্যতা তাঁর কাছে কোন মূল্য নেই। (কাশফুল মাহজুব,পৃ: ১০৫, ১০৬)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

جُستجو میں کیوں پھریں مال کی مارے مارے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں

জুসতুজোঁ ম্যা কিউ ফিরে মাল কে মা-রে মা-রে
হাম তো সরকার কে টুকড়োঁ পে পালা করতে হ্যা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) আল্লাহ পাকের দানক্রমে কামিল পীর মুরিদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার দশমতম পীর ও মুর্শিদ হযরত সিররি সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জাহিরি যিন্দেগীতে মুরিদরা হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি হযরত সিররি সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ

ও খলিফা ছিলেন তাকে) আরজ করলেন: হে শায়খ! আমাদেরকে একটি নসিহত করুন যা দ্বারা আমাদের অস্তির হৃদয়ের স্বস্তি ফিরে আসে। তিনি বললেন: যতক্ষণ আমার শায়খ (হযরত সিররি সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) নিজের স্থানে জলওয়া (অর্থাৎ জীবিত) আছেন ততক্ষণ আমি কোন বয়ান করতে পারব না। অবশেষে একরাত হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার হলে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে বললেন: হে জুনাইদ! মানুষকে নসিহত কেন করছ না যাতে আল্লাহ পাক তোমার মাধ্যমে একটি জাহানকে মুক্তি দান করেন। যখন তিনি জাগ্রত হলেন তখন তিনি এই খেয়াল করছিলেন যে, আমার মর্যাদা হয়তো আমার শায়খের সমপরিমাণ হয়ে গিয়েছে আর আমাকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইশারা করেছেন। যখন সকাল হলো হযরত সিররি সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক মুরিদকে পাঠালেন যে যখন জুনাইদ ফজরের নামাযের সালাম ফিরাবে তখন তাকে বলবে: তুমি মুরিদের কথা শুনে পাঠদান ও তাবলীগ করোনি আর না মাশায়িখে বাগদাদের সুপারিশ গ্রহণ করেছো। এখন তো নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম হয়ে গিয়েছে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার শায়খ আমার মনের খবরও জানেন এবং তিনি আমার জাহিরি ও বাতেনি প্রত্যেক অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। তাঁর মর্যাদা আমার মর্যাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেননা তিনি আমার হৃদয়ের খবরও জানেন অথচ আমি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত নই, এরপর আমি আমার শায়খের খেদমতে উপস্থিত হলাম আর তাওবা ও ইস্তিগফার করলাম।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আমার প্রিয় দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঘটনাটি লেখার পর বলেন: এটি আসলেই একটি অকাট্য দলিল যে, মুর্শিদ যেই অবস্থায়ই থাকুক না কেন তিনি মুরিদের প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকেন। (কাশফুল মাহজুব, পৃ: ১৩১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) সুদর্শন বালককে দেখার শাস্তি

এক সাহেবের বর্ণনা হলো: আমি এক অমুসলিম সুদর্শন বালককে দেখেছি। আমি তাঁর সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম আর তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে হযরত জুনাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তাকে আরজ করলাম: হে ওস্তাদ! আল্লাহ পাক কি এরকম সুন্দর চেহারাকে দোযখে জ্বালাবেন? তিনি বললেন: হে বৎস! তোমার এই দেখাটা শিক্ষা অর্জনের জন্য নয় বরং এটি হলো নফসের ফাঁদ যদি তুমি শিক্ষার নজরে দেখতে তবে পৃথিবীর প্রতিটি কণায় এরকম অনেক আশ্চর্যময় জিনিস দেখতে পেতে। অতঃপর (আল্লাহ পাকের দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে বললেন:) তোমাকে খুব দ্রুত আল্লাহ পাকের ইচ্ছার অবমাননা করার কারণে দেওয়া হবে। ওই সাহেবটি বর্ণনা করলেন: হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুখ ফিরিয়ে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। ঠিক তখনই আমার স্মৃতি থেকে কুরআনে কারীম বিলুপ্ত হয়ে গেল। এই পর্যন্ত যে আমি কয়েক বছর ধরে আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও তাওবা করলাম, এরপর কোন এক জায়গায় গিয়ে আমার কুরআনে কারীমের নেয়ামত অর্জন করেছি।

(কাশফুল মাহজুব, পৃ: ১৪৬)

www.dawateislami.net

স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তির একটি কারণ

হে দীদারে মদীনার প্রত্যাশী আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! আমরদ (অর্থাৎ সুদর্শন বালক) এর দিকে "কামভাব" এর দৃষ্টিতে দেখার কারণে স্মৃতিশক্তি ধ্বংস হতে পারে।

আজকাল তো স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়ার বিপদ খুব বেড়ে গেছে, হাফিযদেরও একটি সংখ্যা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাঁর শিকার রয়েছে এবং অনেক শত শত লোক তো কুরআনে পাকও ভুলে যায় (কুরআন শরীফ বা অমুক আয়াত "ভুল" গিয়েছি বলার পরিবর্তে "ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে" বলাটা উপযুক্ত) কুদৃষ্টি ও টিভি ইত্যাদিতে সিনেমা-নাটক দেখা গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ এবং এর দ্বারা স্মৃতিশক্তিও দুর্বল হয়ে যায়। স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার আরও অনেক কারণ রয়েছে। সুতরাং সাবধান! কোন হাফিয সাহেবের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া অবস্থায় শুধুমাত্র নিজের ধারণা অনুযায়ী এটা মনে করা যে, কুদৃষ্টির কারণে এরকম হয়েছে, এটাও একটি কুধারণা এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত আমল। হে খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফা সম্পন্ন ইসলামী ভাইয়েরা! কেঁপে উঠুন! যেখানে শুধুমাত্র আমরদ তথা সুদর্শন বালকের দিকে কামভাবের সাথে দেখার এরকম ভয়ানক পরিণাম তো না জানি এরচেয়েও বেশি মন্দ কার্যাদির আযাব কতো কঠোর হবে!

আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ বলেন: সাবধান! আমরদ হলো আগুন! আমরদের স্পর্শ, তাঁর সাথে বন্ধুত্ব, তাঁর সাথে হাসি-তামাশা করা, একে অপরের সাথে কুস্তি করা, টানাটানি করা এবং

www.dawateislami.net

জড়াজড়ি করা জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। আমরদ (অর্থাৎ যে কমবয়সী কিশোরের এখনো দাড়ি-গোঁফ ওঠেনি) তাঁর থেকে দূরে থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত। যদিও এতে সেই বেচারার কোনো দোষ নেই, আমরদ হওয়ার কারণে তাঁর মনে কষ্ট দিবেন না; তবে নিজেকে তাঁর (প্রলোভন বা ফেতনা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি। (গিবতের ধ্বংসলীলা, পৃ: ৩২৯)

মনে রাখবেন! আমরদের চেহারার দিকে তাকানো শুধু গুনাহ নয়, দৃষ্টি নিচে থাকা সত্ত্বেও আমরদের বক্ষ বা হাত, পা ইত্যাদি বরং শুধুমাত্র পোশাকের দিকেই দৃষ্টি দিয়ে "নোংরা স্বাদ" আসে তো তাঁর অঙ্গাদি অথবা পোশাক দেখাও গুনাহ এবং হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। যদি কোন বালকের দিকে বার বার দেখতে মন চায় এবং নোংরা স্বাদের কারণে ওখান থেকে সরতে মন না চাই, যদি এরকম হয় তবে ওখান থেকে দ্রুত সরে যাবেন। যদি مَعَاذَ الله কামভাবের পরও তাকে দেখা বা ওখানে থাকেন তবে গুনাহগার এবং জাহান্নামের উপযুক্ত হবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাযত করুক এবং আমরদের গুনাহপূর্ণ স্পর্শ থেকে আজীবন বাঁচিয়ে রাখুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ব্যস দৃঢ় মানসিকতা বানিয়ে নিন যে, কুদৃষ্টির বিপদ ও আমরদের বিপদ থেকে সর্বাস্থায় اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাক হেফাযত করবেন। (এই প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের রিসালা "কওমে লূতের ধ্বংসলীলা" পড়ুন এবং দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করে অপরকেও শিয়ার করুন)।

چُھپ کے لوگوں سے کئے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے
کام زِنداں کے کیے اور ہمیں شوقِ گُلزار ہے کیا ہونا ہے
ارے او مجرم بےپَروا! دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے
ان کو رَحم آئے تو آئے ورنہ وہ کَڑی مار ہے کیا ہونا ہے

চুপ কে লোগো ছে কেয়ে জিস কে গুনাহ - ওহ খবরদার হ্যা কিয়া হোনা হ্যা
কাম যিন্দাঁ কে কিয়ে আওর হামে - শওকে গুলযার হ্যা কিয়া হোনা হ্যা
আরে ও মুজরিম বে পরওয়া! দেখ - সার পে তলোওয়ার হ্যা কিয়া হোনা হ্যা
উনকো রহম আয়ে তো আয়ে ওয়ারনা - ওহ কাঢ়ী মার হ্যা কিয়া হোনা হ্যা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ১৬৭-১৬৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

(১০) একটি নেকী কাজে এসে গেল

হযরত আবু হাফস ওমর বিন সালিম হাদ্দাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুরাসানের অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর তাওবা আসলেই খুবই ঈমান উদ্দীপক ছিলেন। তিনি যৌবনকালে এক নারীর প্রেমে পড়েছিলেন। তাকে রাজি করার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন কাজ হলো না। লোকেরা বলল, নিশাপুরে এক অমুসলিম যাদুকর থাকে যে যাদুর মাধ্যমে এই কাজটিকে সহজ করতে পারবে। (অর্থাৎ মেয়েটির মন আপনার দিকে ধাবিত করতে পারবে) তিনি তাঁর কাছে গেলেন আর তাকে ঘটনাটি খুলে বললেন। অমুসলিম যাদুকর বলল: হে আবু হাফস! তোমাকে চল্লিশদিন নামায ছেড়ে দিতে হবে এবং এই

www.dawateislami.net

চল্লিশদিন না তুমি মুখে খোদার নাম নিবে আর না কোন নেকীর কাজ করবে। যদি এই শর্তে রাজি হও তবে যন্ত্র-মন্ত্র পড়বো যাতে তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তিনি ওই অমুসলিম যাদুকরের শর্ত মেনে নিলেন আর চল্লিশদিন এইভাবে কাটালেন। এরপর যখন ওই অমুসলিম যাদুকরের কাছে গেলেন সে তাঁর যাদু করল কিন্তু উদ্দেশ্য সাধিত হলো না। যাদুকর বলতে লাগল: হয়তো তুমি শর্ত পূরণ করো নাই। অবশ্যই তোমার কোন শর্ত পরিপন্থী কাজ হয়েছে এবং নেকীর কোন কাজ করেছো। একটু ভেবে আমাকে বলো! আবু হাফস বললেন: আমি তো নেকীর কাজ করিনি তবে! একদিন আমি রাস্তায় পাথর দেখলাম তো এটা ভেবে পা দিয়ে সেটি সরিয়ে দিয়েছি যেন কেউ হোঁচট না খায়। যাদুকর বলল: তোমার উপর আফসোস তুমি চল্লিশদিন পর্যন্ত তাঁর নাফরমানী করেছো এবং নিজের হৃদয় থেকে খোদার স্মরণ ভুলিয়ে রেখেছো অথচ খোদা তোমার একটি আমলকেও নষ্ট হতে দেননি। এটা শুনে তিনি সত্যমনে তাওবা করলেন আর ওই অমুসলিম যাদুকরও মুসলমান হয়ে গেল।

(কাশফুল মাহজুব, ১৩০, ১৩১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

میں نے مانا کہ سب سے بُرا ہوں　　کس کا ہوں؟ تیرا ہوں میں ترا ہوں
ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے　　یاخدا تُجھ سے میری دُعا ہے

ম্যা নে মানা কেহ সব সে বুরা হো - কিস কা হুঁ! তেরা হুঁ ম্যা তেরা হুঁ
নায রহমত পে মুঝ কো বড়া হ্যা - ইয়া খোদা তুঝ সে মেরি দোয়া হ্যা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ১৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১১) চুল মুবারকের বরকত

হযরত আবুল আব্বাস সাইয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি মারভ অঞ্চলের একজন অনেক বড় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর বাবার মিরাস (উত্তরাধিকার) সূত্রে প্রচুর ধন-সম্পদ পেয়েছিলেন; কিন্তু এই সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র দিয়ে তিনি এক জায়গা থেকে নবী আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি 'মুয়ে মুবারক' (পবিত্র চুল) সংগ্রহ করেন। আল্লাহ পাক তাকে এই পবিত্র চুলের বরকতে সত্যিকার তাওবা করার তাঁরফিক দান করেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর ওয়াসিতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সান্নিধ্যে থেকে এমন কামালিয়াত বা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন যে, তিনি সুফি সাধকদের ইমাম হয়ে যান। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমি যা কিছু পেয়েছি, তা এই চুল মুবারকের বরকতেই পেয়েছি। যখন তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হলো, তখন ওসিয়ত করে যান যে, 'এই পবিত্র চুল দুটি যেন আমার মুখে রেখে দেওয়া হয়।' ফলস্বরূপ, তেমনই করা হলো। (দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:) এরই বরকতে মারভ অঞ্চলে আজও তাঁর মাযার শরীফের অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষ মাযার শরীফে উপস্থিত হয়ে মনোকামনা পূরণের আরজি জানায় এবং নিজের বিপদ-আপদ দূর হওয়ার জন্য দোয়া করে, ফলে তাদের আশা পূরণ হয় এবং সংকট দূর হয়ে যায়। এই বিষয়টি পরীক্ষিত সত্য। **(কাশফুল মাহজুব, পৃ: ১৬৫)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

جو کرے تعظیم دل سے دوجہاں میں کامیاب ہو گیا ہاں ہو گیا مُوئے مبارک آ گئے

জো করে তা'যিম দিল সে দো জাহাঁ ম্যা কামিয়াব
হো গেয়া হ্যাঁ হো গেয়া মুয়ে মুবারক আগেয়ে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৭২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১২) মনের কথা জেনে ফেললেন

এক বুযুর্গ বলেন, একদিন আমি হযরত আবু আলী বিন হোসাইন বিন মুহাম্মদ দাক্কাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাহফিলে এজন্য গেলাম যে, আমি তাঁর থেকে মুতাওয়াক্কিলীন (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কুলকারীদের) অবস্থা সম্পর্কে জেনে নিবো। তিনি তখন একটি উন্নত মানের পাগড়ী শরীফ পরিহিত ছিলেন। আমার মন তাঁর পাগড়ী শরীফের দিকে ধাবিত হলো। আমি আরজ করলাম: শায়খ! তাওয়াক্কুল কী? তিনি বললেন: তাওয়াক্কুল হলো এটি যে, তোমরা মানুষের পাগড়ীর প্রতি লোভ করবে না। এটা বলে তাঁর পাগড়ী শরীফটি আমার সামনে রেখে দিলেন। (কাশফুল মাহজুব, পৃ: ১৭০)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

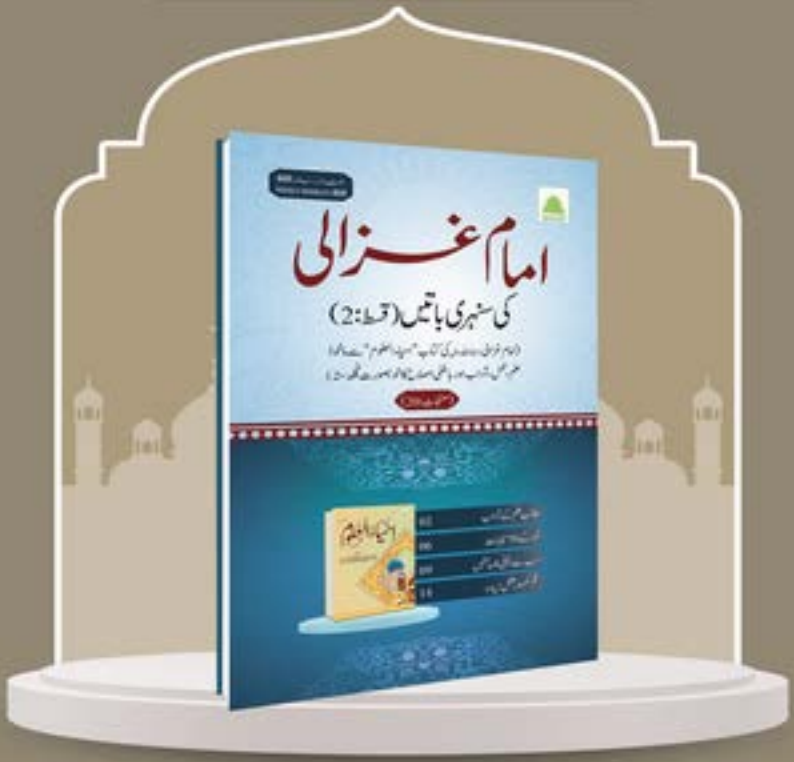
www.dawateislami.net

সূচিপত্র

দোয়ায়ে আত্তার: ১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি.....২
ইলমী মর্যাদা ও যোগ্যতা..... ৩
কার্যক্রম ও দ্বীনি খেদমতসমূহ..... ৩
(১) ওলীর দোয়ার বরকতে তাকদীর পরিবর্তন হয়ে গেল ৫
(২) আমি আমার গোলামদের গোলামের কাছে কিছু চাই না.....৫
(৩) গালমন্দকারীকে কিছু বললেন না.....৭
(৪) নফসের পরীক্ষা নেওয়ার অনন্য ধরন..... ৮
(৫) প্রত্যেক পেরেশানীর বিনিময়ে একটি করে নূর ৯
(৬) নবী করীম ﷺ এর কোলে ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.....৯
(৭) হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রকৃত বাদশাহ ১১
(৯) আল্লাহ পাকের দানক্রমে কামিল পীর মুরিদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন ১৪
(৯) সুদর্শন বালককে দেখার শাস্তি.....১৬
স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তির একটি কারণ ১৭
(১০) একটি নেকী কাজে এসে গেল ১৯
(১১) চুল মুবারকের বরকত.....২১
(১২) মনের কথা জেনে ফেললেন ২২

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ঝাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net